১ মার্চ ২০১৭

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা প্রত্যাহার

সভা-সমাবেশে বাধা

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

অবৈধ আটকাদেশ ও হয়রানী

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

গুম

নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

শ্রমিকদের অধিকার

বাংলাদেশ-ভারত ও বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

জাতীয় সংসদে বিতর্কিত 'বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল-২০১৭' পাস

নারীর প্রতি সহিংসতা

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে

সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ‘ব্যক্তি’কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাস থেকে রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তথ্য উপাত্তসহ এই মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭*					
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৫	১৭	৩২
	গুলিতে নিহত		১	০	১
	মোট		১৬	১৭	৩৩
গুম			৬	০	৬
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	২	৪
	বাংলাদেশী আহত		৩	৯	১২
	বাংলাদেশী অপহৃত		৫	১	৬
	মোট		১০	১২	২২
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত		০	১	১
	আহত		২	৩	৫
	লাঞ্ছিত		১	১	২
	মোট		৩	৫	৮
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৫	৭	১২
	আহত		২১৭	৩২৫	৫৪২
	মোট		২২২	৩৩২	৫৫৪
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১৭	১৪	৩১
ধর্ষণ			৪৩	৪৪	৮৭
যৌন হয়রানীর শিকার			১৪	২০	৩৪
এসিড সহিংসতা			৩	৭	১০
গণপিটুনীতে মৃত্যু			১	৩	৪
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	০
		আহত	০	২০	২০
		ছাঁটাই	১০৩৪	১৭৩৩	২৭৬৭
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৩	২	৫
		আহত	৭	৮	১৫
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার			০	৫	৫

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৭ জন নিহত ও ৩২৫ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২৪টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৫ জন নিহত হয়েছেন এবং ২৬০ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

২. অব্যাহতভাবে রাজনৈতিক সহিংসতা চলছে। আর এই সহিংসতার মূল কেন্দ্রে অবস্থান করছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ-যুবলীগসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা। আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-

কর্মীদের মধ্যে অন্তর্দলীয় কোন্দলের ঘটনা ঘটছে এবং এইসব কোন্দলের বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটেছে রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিলের জন্য। বিভিন্ন সহিংসতার ঘটনায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্রও হাতে নিয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দেখা গেছে। এই সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এই রকম একটি অন্তর্দলীয় কোন্দলের সংবাদ সংগ্রহ করতে যেয়ে সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা হালিমুল হক মিরুর গুলিতে সাংবাদিক আব্দুল হাকিম শিমুল নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এমন অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে দুটি ঘটনা নিচে তুলে ধরা হলো:

৩. ঢাকার ইডেন কলেজে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা হলে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী রুচিরা হক বৈধভাবে আবাসিক হলে অবস্থান করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেত্রীরা তাঁর সিটে দলীয় সমর্থনপুষ্ট এক ছাত্রীকে তুলতে গেলে তিনি এর প্রতিবাদ করেন এবং ফেসবুকে এই বিষয়টি নিয়ে লেখেন। এতে ছাত্রলীগের নেত্রীরা তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয় এবং গত ৮ ফেব্রুয়ারি ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের আহ্বায়ক তসলিমা আক্তার, ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক নাসিমা আক্তার ও ইফফাত জাহান এবং ছাত্রলীগ নেত্রী নার্গিস আক্তারসহ ৪/৫ জন তাঁকে বেধড়ক পেটায়। ইডেন কলেজের সাধারণ ছাত্রীদের অভিযোগ, হলগুলোতে ছাত্রী তোলার নামে[১] বিভিন্নজনের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। ভয়ে কেউ এর প্রতিবাদ করে না।[২]

৪. গত ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ক্যান্টিনে বসে চা পান করছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সমাজকল্যান সম্পাদক রাজীব কুমার দাস। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা আফি আজাদ বান্টির নির্দেশে একই অনুষদ শাখা ছাত্রলীগের শিক্ষা ও পাঠচক্রবিষয়ক সম্পাদক রাইসুল আসাদ অনীক তাঁকে চারুকলা প্রাঙ্গন থেকে চলে যেতে বলেন। রাজীব কুমার দাস তাঁকে চলে যেতে বলার কারণ জানতে চাইলে আফি আজাদ বান্টি ও রাইসুল আসাদ অনীকসহ কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী তাঁকে মারধর করে। ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের দাবি, সুন্দরবনের রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদুৎ প্রকল্প বাতিলের আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণেই রাজিবের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।[৩]

৫. সিলেট জেলার ওসমানীনগর উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি উপজেলার সাদীপুর ইউনিয়নের বাংলাবাজার হাতানিপাড়া গ্রামে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী মোহাম্মদ আতাউর রহমান ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী আখতারুজ্জামান জগলুর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে সাইফুল ইসলাম (১৬) নামে এক কিশোর নিহত এবং অন্তত ৫০ ব্যক্তি আহত হন।[৪] এই ঘটনায় গুরুতর আহত সোহেল মিয়া (৩০) গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।[৫]

---

[১] বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা নিয়ন্ত্রন করছে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রশাসন এদের হাতে জিম্মি কিংবা প্রশাসনের সঙ্গে মিলেই তারা এই ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্রাবাসগুলো দখল করে আছে এবং টাকার বিনিময়ে ছাত্রছাত্রীদের সেই ছাত্রাবাসগুলোতে সিট দেওয়া এমনকি ভর্তি বাণিজ্যে লিপ্ত থাকছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

[২] ইডেন কলেজে ছাত্রীকে পেটাল ছাত্রলীগ/ প্রথম আলো ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1077497/

[৩] ঢাবি ছাত্র ইউনিয়ন নেতার ওপর হামলা ছাত্রলীগের/নয়াদিগন্ত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/192684

[৪] ওসমানীনগরে নির্বাচনী সহিংসতায় কিশোর নিহত : আহত ৫০/ যুগান্তর ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/02/27/104528/

[৫] PRE-POLLS CLASH: Injured youth dies at Sylhet hospital/ডেইলি স্টার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/city/another-injured-sylhet-pre-uz-polls-clash-dies-1368496

সিলেটের ওসমানীনগরে নির্বাচনী সহিংসতায় নিহত সাইফুলের (ইনসেটে) স্বজনদের আহাজারি, ছবিঃ যুগান্তর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা প্রত্যাহার

৬. রাজনৈতিক হয়রানীমূলক বিবেচনায় ৩৪টি হত্যা মামলাসহ নতুন করে ২০৬টি আলোচিত মামলা সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে দেড়শত মামলা আওয়ামী লীগের পরপর দুই মেয়াদের সরকারের আমলে করা হয়েছে। অধিকাংশ মামলারই বাদী সরকারের বিভিন্ন সংস্থা। গত বছর দায়ের করা মামলাও প্রত্যাহারের তালিকায় রয়েছে। প্রত্যাহারের সুপারিশের জন্য প্রস্তুতকৃত তালিকায় হত্যা ছাড়াও ধর্ষণ, নাশকতা, ঘুষ লেনদেন, সরকারি টাকা আত্মসাৎ, ডাকাতি, অবৈধভাবে অস্ত্র নিজ দখলে রাখা, কালোবাজারি, অপহরণ, জালিয়াতি, বোমা, চুরি ও অস্ত্র মামলা রয়েছে। এই সব মামলা প্রত্যাহারের জন্য মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা আধা সরকারি পত্র (ডিও লেটার) দিয়েছেন। উল্লেখ্য এর আগে ২০০৯-১৩ মেয়াদের আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের আমলে 'রাজনৈতিক হয়রানীমূলক' বিবেচনায় ৭ হাজার ১৯৮টি মামলা সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছিলো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ছিল হত্যা মামলা। ইতিমধ্যে এইসব মামলার বেশীরভাগই সুপারিশ মেনে আদালত থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে।[৬]

৭. *অধিকার* রাজনৈতিক 'হয়রানীমূলক মামলার' নামে ক্ষমতাসীন দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন গুরুতর মামলা প্রত্যাহারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে এইভাবে রাজনৈতিক বিবেচনায় গণহারে ফৌজদারী মামলা বিশেষত হত্যা ও ধর্ষণের মামলাগুলো প্রত্যাহারের ফলে তা বাংলাদেশে বিরাজমান দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে আরো বিস্তৃত করবে।

[৬] আবারও 'রাজনৈতিক মামলা' প্রত্যাহারের উদ্যোগ! / প্রথম আলো ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1084939/

সভা-সমাবেশে বাধা

৮. সরকার বিরোধীদলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে বাধা দিচ্ছে এবং সরকারীদলের নেতা-কর্মীরাও বিভিন্ন সময়ে বিরোধীদলের সভা-সমাবেশের ওপর হামলা চালাচ্ছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে সরকার।

৯. গত ৯ ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আদালতে হাজিরা দিতে যাবার সময় তাঁর ওপর হয়রানীর প্রতিবাদে বিএনপি-ছাত্রদল-যুবদল-সেচ্ছাসেবকদল ঢাকার রমনা পার্ক ও মৎসভবন এলাকা থেকে মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলে বাধা দেয় এবং লাঠিচার্জ ও টিয়ারশেল ছুঁড়ে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই সময় মিছিলকারীরা কয়েকটি গাড়ী ভাংচুর করে। পুলিশ এই ঘটনায় ৩৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।[৭]

রাজধানীর মৎস ভবন এলাকায় ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের আক্রমন, ছবিঃ যুগান্তর, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

মৎস্য ভবন এলাকায় বিএনপির একজন কর্মীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ, ছবিঃ নয়া দিগন্ত, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

১০. গত ১১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বিভিন্ন দাবীতে মাঝিয়ারা গ্রামে এক সভা করার সময় বাঞ্ছারামপুর উপজেলা যুবলীগ কর্মী ডিকো ও টুটুলের নেতৃত্বে ১০/১২ জন কর্মী সেই সভায় হামলা চালায়। এতে সভা পন্ড হয়ে যায় এবং মাইক্রোচালক সজিব মিয়াসহ কয়েকজন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় সজীবকে নবীনগর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৮]

১১. গত ২৪ ফেব্রুয়ারি নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেত্রকোনা পৌর এলাকার আলীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক কর্মী সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশ চলাকালে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ধাওয়া করে। এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতা শরিফুল হাসান আরিফসহ ১২ জন আহত হন এবং পুলিশ জেলা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদ হোসেন ও শ্রমিকদলের সাধারণ সম্পাদক শামীমসহ ১০ জন নেতা-কর্মীকে আটক করে।[৯]

১২. গত ২৫ ফেব্রুয়ারি জনগণতান্ত্রিক আন্দোলন নামে একটি সংগঠন গুলশানের স্পেকট্রা কনভেনশন সেন্টারে 'সীমান্ত হত্যাঃ রাষ্ট্রের দায়' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল কবি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ফরহাদ মজহার এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করার কথা ছিল আমার দেশ পত্রিকার

[৭] বিএনপির মিছিলে বাধা, সংঘর্ষ, ভাঙচুর/ মানবজমিন ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=52908&cat=3/

[৮] নবীনগরে কমিউনিস্ট পার্টির সভায় যুবলীগ কর্মীদের হামলা/নয়াদিগন্ত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/195131

[৯] কেন্দুয়ায় পুলিশ- ছাত্রদল সংঘর্ষ, আটক ১০/ মানবজমিন ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=54961&cat=9/

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের। সকাল ১০ টায় সেমিনার শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তে গুলশান থানার সাব-ইন্সপেক্টর সুব্রত সভাস্থলে প্রবেশ করে মঞ্চে বসা মাহমুদুর রহমানকে অনুমতি না নেয়ার কারণে সেমিনার বন্ধ করার জন্য বলেন। এরপর সেমিনারের সভাপতি ফরহাদ মজহার মাইক্রোফোনে সেখানে উপস্থিত সবাইকে সেমিনারটি বন্ধ করে দেয়ার কথা জানান।[১০]

২৫ ফেব্রুয়ারি গুলশান থানার পুলিশ জনগণতান্ত্রিক আন্দোলন নামের একটি সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত গুলশানের স্পেকট্রা কনভেনশন সেন্টারে 'সীমান্ত হত্যাঃ রাষ্ট্রের দায়' শীর্ষক সেমিনারটি বন্ধ করে দেয়। ছবিঃ নিউএইজ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ঢাকা হরতালে পুলিশের হামলা

১৩. গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির[১১] প্রতিবাদে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল ঢাকা শহরে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করে। হরতাল চলাকালে সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০ টায় প্রগতিশীল ছাত্র জোটের নেতাকর্মীরা শাহবাগে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করলে পুলিশ তাদের ওপর হামলা চালায় এবং টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে। এতে বেশ কয়েকজন ছাত্র কর্মী আহত হন। পুলিশ ১১ জনকে আটক করে।[১২] একই দিন রাতে পুলিশ আটককৃতদের ছেড়ে দেয়।[১৩]

[১০] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

[১১] গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) ১ মার্চ থেকে প্রথম দফা এবং ১ জুন থেকে দ্বিতীয় দফায় গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। বিইআরসি আদেশ অনুযায়ী মার্চ মাস থেকে আবাসিক গ্রাহকদের এক চুলার জন্য (পূর্বে ৬০০) ৭৫০ ও আগামী জুন মাস থেকে ৯০০ টাকা এবং দুই চুলার জন্য (পূর্বে ৬৫০) ৮০০ ও আগামী জুন মাস থেকে ৯৫০ টাকা বিল দিতে হবে।

[১২] গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে কয়েকটি বাম দলের হরতাল: হরতালকারীদের ওপর পুলিশের হামলায় আহত ২৫/ প্রথম আলো ১ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1093867/

[১৩] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

হরতালের সময় শাহবাগে অবস্থান নেন বিভিন্ন বাম দলের নেতা-কর্মীরা। পুলিশ এই সময় বেশ কয়েকজন হরতাল সমর্থককে আটক করে।

ছবিঃ প্রথম আলো, ১ মার্চ ২০১৭

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় চরম হস্তক্ষেপ

১৪. মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকদের হস্তক্ষেপ অব্যাহত আছে। বর্তমান সরকার চরমভাবে সরকারের সমালোচনাকারী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করছে। সংবাদ মাধ্যম, সংবাদকর্মী কিংবা কোন নাগরিক সরকারের সমালোচনামূলক কিছু প্রকাশ করলে বা যে কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশেষ করে ফেসবুকে কোন মন্তব্য দিলে এবং তা সরকারের বিরুদ্ধে গেলেই সরকার বিদ্বেষবশতঃ তাঁদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করার বিষয় হয়ে উঠেছে।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

১৫. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ১ জন সাংবাদিক নিহত, ৩ জন আহত, ১ জন লাঞ্ছিত এবং ৩ জন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন।

১৬. বর্তমান সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষতঃ ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে। রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেল বিটিভিতে শুধুমাত্র সরকারি ও সরকারদলীয় খবরা-খবরই পরিবেশিত হয়। বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় আরও অনেকগুলো নতুন বেসরকারি ইলেক্ট্রনিক চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছে, যেগুলোর মালিকরা সবাই সরকারের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তি। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ

মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হচ্ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকরা সেল্ফসেন্সরশিপ প্রয়োগ করছেন। এরপরও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা বিভিন্ন সময়ে সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়ে নিহত বা আহত হচ্ছেন।

১৭. গত ১ ফেব্রুয়ারি আমার দেশ পত্রিকার জব্দকৃত প্রেসসহ যাবতীয় মালামাল হস্তান্তরের জন্য আমার দেশ এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ঢাকার মূখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার আরজিতে বলা হয় ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল পুলিশ আমার দেশ এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে কারওয়ান বাজারের আমার দেশ অফিস থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে এর ৫৬/৫৭ ধারায় গ্রেফতার করে। মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতারের পর পরই পুলিশ আমার দেশ প্রেস থেকে ৬ ইউনিটের অফসেট প্রিন্টিং মেশিন, একটি কাটিং মেশিন, ৪টি টিল মেশিন এবং ৫০টি বড় এবং ৩৮টি ছোট নিউজপ্রিন্ট রোল জব্দ করে। এর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আমার দেশের পুরো প্রিন্টিং প্রেস জব্দ করে সিলগালা করে দিলে আমার দেশ এর প্রিন্টেড ভার্সনের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। মামলার আরজিতে আরো বলা হয়, আমার দেশ পত্রিকার অফিস সিলগালা করার মাধ্যমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন এবং বাক স্বাধীনতা বন্ধ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদ[১৪] এর সরাসরি লঙ্ঘন। অতএব ন্যায় বিচারের স্বার্থে ফৌজদারি কার্যবিধি এর ৫১৬-এ ধারা অনুযায়ী জব্দকৃত প্রেসসহ যাবতীয় মালামাল দরখাস্তকারীর অনুকূলে দেয়ার জন্য আদেশ দিতে আদালতের কাছে প্রার্থনা করা হয়। গত ৫ ফেব্রুয়ারি আদালত মামলাটি খারিজ করে দেন।[১৫]

১৮. সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরের রাস্তার কাজ নিয়ে ঠিকাদার পক্ষের[১৬] লোকজনের সঙ্গে শাহজাদপুর সরকারী কলেজ শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি বিজয় মাহমুদের দ্বন্দ্ব ছিল। এরই জের ধরে গত ২ ফেব্রুয়ারি দুপুরে কালিবাড়ি এলাকায় শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র ছোট ভাই হাসিবুল ইসলাম পিন্টু ছাত্রলীগ নেতা বিজয়কে পিটিয়ে তাঁর হাত-পা ভেঙে দেয়। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে বিজয়ের কর্মী-সমর্থক ও তাঁর মহল্লা কান্দাপাড়ার লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে দিলরুবা বাস টার্মিনাল এলাকায় গিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করে এবং অবরোধকারীদের একটি অংশ ক্ষিপ্ত হয়ে মনিরামপুর এলাকায় অবস্থিত পৌর মেয়রের বাড়ি ঘিরে ফেলে ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এই সময় পৌর মেয়র তাঁর নিজের শটগান থেকে গুলি ছুঁড়লে ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত স্থানীয় সাংবাদিক ও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল মাথায় ও মুখে গুলি লেগে গুরুতর আহত হন। প্রথমে তাঁকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ নিউরো সাইন্স হাসপাতালে নেয়ার পথে তাঁর শারিরীক অবস্থার অবস্থার অবনতি ঘটলে সিরাজগঞ্জের সাখাওয়াত মেমোরিয়াল হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। গত ৩ ফেব্রুয়ারি নিহত শিমুলের স্ত্রী নূরুন্নাহার এই ঘটনায় ১৮ জনের নাম উল্লেখ করে ও ২০-২৫ জন অজ্ঞাতনামার বিরুদ্ধে শাহজাদপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ মেয়র হালিমুল হক মিরু ও তাঁর দুই ছোট ভাই হাসিবুল ইসলাম পিন্টু এবং মিন্টুসহ ১২ জনকে গ্রেফতার করে। আটককৃতদের মধ্যে ৮ জনকে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি আদালত ৬ জন অভিযুক্তের (মেয়র হালিমুল হক মিরু, কেএম নাসির নাজমুল হক, আরশেদ ভুইয়া, আলমগীর হোসেন, হযরত ফকির) এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি অভিযুক্ত বাকি ২ জনের (মিন্টু এবং

[১৪] সংবিধানের ৩৯ (২) এর ক ও খ তে বলা আছে প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বধীনতার অধিকারের এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

[১৫] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

[১৬] টেন্ডার এবং ঠিকাদারী সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে হতাহতের ঘটনা ঘটছে এবং টেন্ডার ঠিকাদারীর কাজগুলো স্বচ্ছতার ভিত্তিতে না হওয়ার ফলে সরকার দলীয় নেতা কর্মী ও সমর্থকরা এর সুবিধাভোগী হচ্ছে।

শাহিন আলম) পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। রিমান্ড শেষে বর্তমানে অভিযুক্তরা সিরাজগঞ্জ কারাগারে আটক আছে।[১৭]

নিহত সাংবাদিক আব্দুল হাকিম শিমুল, ছবিঃ অধিকার

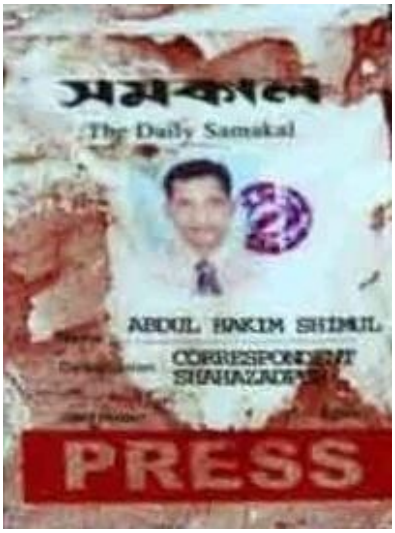

নিহত সাংবাদিক আব্দুল হাকিম শিমুল এর রক্তাক্ত আইডি কার্ড, ছবিঃ প্রথম আলো, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

১৯. ফেব্রুয়ারি মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

২০. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই আইন সংশোধন করে ৫৭ ধারায়[১৮] বলা হয়েছে 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য এবং সংশোধিত আইনে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

২১. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য বিকৃত করে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ার অভিযোগে নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ শাখা ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি আরমান সিকদারকে গত ৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশ নড়াইল শহরের রুপগঞ্জ থেকে গ্রেফতার করে। ওই রাতেই নড়াইল জেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি টমাস বিশ্বাস সদর থানায় আরমানের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করেন।[১৯]

২২. আওয়ামীলীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর ফেসবুকে তাঁকে নিয়ে কটুক্তি করার অভিযোগে বরিশাল জেলার গৌরনদী মডেল থানা পুলিশ গত ৫ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় যুবদল কর্মী হাবুল খলিফাকে

[১৭] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[১৮] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[১৯] প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বিকৃত করার অভিযোগে ছাত্রমৈত্রীর নেতা গ্রেফতার/নয়াদিগন্ত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/193544

গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় যুবলীগ নেতা শফিকুর রহমান জাহাঙ্গির বাদি হয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করেন।[২০]

অবৈধ আটকাদেশ ও হয়রানি

২৩. গত ৯ ফেব্রুয়ারি যাইফ মাশরুর নামে এক মাদ্রাসা ছাত্রের লেখা বই প্রকাশ উপলক্ষ্যে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা ঢাকার বাংলা একাডেমির বই মেলায় যান। সেখান থেকে পুলিশ লেখক যাইফ মাশরুর এবং তাঁর বন্ধু আবু বকর সিদ্দিক জাবের, জুবায়ের মহিউদ্দিন, সুলতান আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ জুলকার নাঈন, ইফতেখার জামিল, মাহমুদ ও আশরাফ মাহদীসহ ১১ জনকে আটক করে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায় এবং পরে কাউন্টার টেররিজম (সিটি) ইউনিটে তাঁদের স্থানান্তর করা হয়। পুলিশের অভিযোগ, তাঁরা বইমেলায় জটলা পাকিয়ে কথা বলছিলেন। এই কারণে সন্দেহবশত: তাঁদের আটক করা হয়। আটককৃতদের ৯ জন ঢাকার বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র এবং বাকি দুইজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। গত ১১ ফেব্রুয়ারি দুইদিন আটক রাখার পর কোনো অভিযোগ প্রমাণ করতে না পেরে পুলিশ তাঁদের ছেড়ে দেয়।[২১]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত

২৪. *অধিকার* এর তথ্য মতে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৭ জন ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহতভাবে চলতে থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

২৫. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ১৭ জনই 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ১৫ জন পুলিশের হাতে, ১ জন র‍্যাবের হাতে এবং ১ জন সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন।

নিহতদের পরিচয় ঃ

২৬. নিহত ১৭ জনের মধ্যে ১ জন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য, ১ জন চরম বামপন্থী সর্বহারা পার্টির সদস্য, ১ জন নিউ বিপ্লবি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য (মৃণাল বাহিনী), ১ জন নিষিদ্ধ ঘোষিত জেএমবি'র সদস্য, ১ জনের পরিচয় পাওয়া যায়নি এবং ১২ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

[২০] গৌরনদীতে যুবদল কর্মী গ্রেপ্তার/ মানবজমিন ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=52388&cat=9/

[২১] বইমেলা থেকে আটক মাদরাসা ছাত্রদের ২ দিন পরে ছাড়ল পুলিশ/নয়াদিগন্ত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/195154

নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ

২৭. পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে নির্যাতন, হয়রানি, চাঁদা আদায় এবং হামলা করার অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং তাদের মধ্যে এই ধারণা প্রবল হয়েছে যে, তারা সব আইনের উর্ধ্বে। দীর্ঘদিন নির্যাতনের বিরুদ্ধে চালানো প্রচারভিযানের ফলশ্রুতিতে ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' পাস হলেও এই ব্যাপারে বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একদল সদস্য কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

২৮. পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানা হেফাজতে আটক থাকা হাফিজুর রহমান বিজয় নামে এক ব্যক্তিকে সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আযম খান ফারুকীর কক্ষে নিয়ে নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিজয়ের মা জোৎস্না বেগম অভিযোগ করেন, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় একটি মামলায় তাঁর ছেলে হাফিজুর রহমান বিজয়কে বাউফল থানার এসআই ফেরদৌস গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় এবং ওই দিন রাত আনুমানিক ১২ টার পরে তাঁকে থানাহাজত থেকে বের করে ওসি'র কক্ষে নিয়ে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। এই ঘটনায় জোৎস্না বেগম গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। গত ২০ ফেব্রুয়ারি আদালত রিট পিটিশন শুনানীর পর পটুয়াখালীর বাউফল সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মো: সাইফুল ইসলাম ও বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আযম খান ফারুকীকে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি সশরীরে আদালতে হাজির হয়ে এই ব্যাপারে ব্যাখা দিতে নির্দেশ দেন । এছাড়া পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় হাফিজুর রহমান নামের ব্যক্তিকে করা নির্যাতন কেন বেআইনি ও সংবিধান পরিপন্থী এবং আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত। সেই সঙ্গে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের নির্যাতন এবং হেফাজত মৃত্যু (নিবারণ) আইনের বিধান অনুসারে ব্যবস্থা নিতে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না তাও জানতে চাওয়া হয়েছে সেই রুলে।[২২] গত ২৭ ফেব্রুয়ারি আদালত হাফিজুর রহমান বিজয়কে নির্যাতনের ঘটনায় পটুয়াখালীর বাউফল সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মো: সাইফুল ইসলামকে প্রত্যাহারের নির্দেশ এবং সেই সঙ্গে হাফিজুর রহমান বিজয়ের পরিবারকে নিরাপত্তা প্রদানের নির্দেশ দেন। এছাড়া নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত করে আগামী ১৯ মার্চের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পুলিশের আইজিকে নির্দেশও দেয়া হয়।[২৩]

গুম

২৯. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে

[২২] 'বাউফলে ওসির রুমে নির্যাতন' : এএসপি ও ওসিকে হাইকোর্টের তলব/ প্রথম আলো ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1085673/

[২৩] পটুয়াখালীর সার্কেল এএসপিকে প্রত্যাহারের নির্দেশ/নয়াদিগন্ত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/199487

যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে সোপর্দ অথবা আদালতে হাজির করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে।

৩০. গুম বন্ধের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলান্টারি ডিস্‌অ্যাপেয়ারেন্সেস। জেনেভা থেকে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক অফিস অব দ্য হাইকমিশনার এর ওয়েবসাইটে দেয়া এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, বাংলাদেশে গুমের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ধারা বন্ধ করতে এখনই সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। কয়েক বছরের তুলনায় বাংলাদেশে গুমের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশকিছু গুম বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জন্য র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে (র‍্যাব) দায়ী করেছে নিরপেক্ষ সংবাদ মাধ্যমগুলো। এর মধ্যে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীও রয়েছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয় গুম হলো এমন একটি জঘন্য ও মানবিক মর্যাদার বিরুদ্ধে অপরাধ যা কোন পরিস্থিতিতেই গ্রহনযোগ্য নয় এবং এর পক্ষে সাফাই গাওয়ারও কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। এক্ষত্রে ১৯৯২ সালে প্রণীত গুম থেকে সব ব্যক্তিকে রক্ষা করা বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণা বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ওয়ার্কিং গ্রুপের এই আহ্বানে সমর্থন দিয়েছে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টার নিলস মেলজার, শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টার মাইনা কিয়াই, বিচারবহির্ভূত মৃত্যুদণ্ডবিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টার মিসেস অ্যাগনেস ক্যালামার্ড, বিচারক ও আইনজীবীদের স্বাধীনতাবিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টার দিয়েগো গার্সিয়া সায়ান। উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নিরপেক্ষ ৫ জন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এই ইউএন ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলান্টারি ডিস্‌অ্যাপেয়ারেন্সেস গঠন করা হয়েছে।[২৪]

৩১. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৬ জন ব্যক্তি গুমের শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৪ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁদের ছেড়ে দেয়া হয় এবং বাকি ২ জনের এখনও পর্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

৩২. রংপুর জেলার আলমনগরের বাসিন্দা এবং রংপুর কারুপণ্য গার্মেন্টস কোম্পানিতে কর্মরত শফিকুর ইসলাম মধু তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানকে নিয়ে মিঠাপুকুর উপজেলার ভক্তিপুর গ্রামের সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ ফজলুল হকের বাসায় বেড়াতে যান। সেখানে অবস্থানকালে গত ১৩ জানুয়ারি ভোর আনুমানিক ৪ টায় পুলিশের পোশাক পড়া এক ব্যক্তি ও প্রশাসনের পরিচয় দিয়ে একদল লোক তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। এই সময় মধুর স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন তাঁকে আটক করার কারণ জানতে চাইলে তাঁরা কোনো জবাব না দিয়ে ২টি মোবাইল ফোন ও ১টি মোটরসাইকেল জব্দ করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর মধুর পরিবারের সদস্যরা মিঠাপুকুর থানায় গিয়ে মধুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে পুলিশ তাঁর আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। এরপর তাঁরা রংপুর কারাগার, কোতোয়ালী থানা ও এসপি অফিসে যোগাযোগ করে মধুর কোনো খোঁজ না পেয়ে গত ১ ফেব্রুয়ারি মিঠাপুকুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেন। গত ৭ ফেব্রুয়ারি শফিকুর ইসলাম মধুর স্ত্রী ফেরদৌসী বেগম রংপুর প্রেসক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁর স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য আবেদন জানান।[২৫]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৩৩. ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

---

[২৪] UN expert group urges Bangladesh to stop enforced disappearances / http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21220&LangID=E

[২৫] রংপুরে ২৪ দিনেও সন্ধান মেলেনি অপহৃত মধুর/ মানবজমিন ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=52528&cat=9/

৩৪.মূলত: ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অবক্ষয়। ফলে এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

শ্রমিকদের অধিকার

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন

৩৫.ফেব্রুয়ারি মাসে ২ জন নির্মাণ শ্রমিক মারা গেছেন। তাঁদের মধ্যে ১ জন দেয়াল ধ্বসে ও ১ জন কাজ করতে গিয়ে তৃতীয় তলা থেকে পড়ে মারা গেছেন। তাছাড়া ৮ জন শ্রমিক বিভিন্নভাবে আহত হয়েছেন। তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় ২০ জন শ্রমিক পুলিশের হাতে লাঠিচার্জে আহত হয়েছেন। এছাড়া ১৭৩৩ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে।

৩৬. আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ঢাকা অ্যাপারেল সামিটের ঠিক আগে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘটে যাওয়া আশুলিয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের সময় শ্রমিক সংগঠনগুলোর পেশ করা দাবি-দাওয়া মেনে নেয়া হলো। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি সরকার, মালিক পক্ষের প্রতিনিধি ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফলে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সাভারের আশুলিয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের সময়ে বিভিন্ন কারখানা থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত শ্রমিকরা এখন আইন অনুযায়ী পাওনা বুঝে পাবেন। শ্রমিকরা চাইলে চাকরিও ফিরিয়ে দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে এই সভা থেকে। এ ছাড়া বলা হয়েছে, ওই ঘটনায় যাঁরা এখনো কারাগারে আছেন, মালিক পক্ষ হতে তাঁদের জামিনের পদক্ষেপ নেয়া হবে।[২৬] উল্লেখ্য ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পোশাক শিল্প শ্রমিকদের একটি অংশ ১৫ হাজার টাকা নূন্যতম বেতন নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করায় আশুলিয়ায় শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে । ১৯ ডিসেম্বর শ্রমিক নেতারা 'ষড়যন্ত্র' বা অপরাধ সংঘটনের চক্রান্ত করেছেন-এই অভিযোগে আশুলিয়া থানা পুলিশ বাদী হয়ে ১৫ জন শ্রমিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬ (২) ধারায় মামলা দায়ের করে এবং ১৫ জনের মধ্যে ৮ জনকে পুলিশ আলোচনার জন্য ডেকে নিয়ে গ্রেফতার করে।। পোশাক শিল্প মালিকদের প্রতিষ্ঠান বিজিএমইএ ২০১৬ সালের ২০ ডিসেম্বর ৫৫টি কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেয়।

৩৭.গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার বাড়ইপাড়া এলাকার হেসং বিডি লি.নামের একটি তৈরি পোশাক কারখানার বিনা নোটিসে ১ হাজার ৭৩৩ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে কারখানা কর্তৃপক্ষ। গত ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গেলে কারখানার ফটকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেখতে পান। এর প্রতিবাদে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি কারখানা ফটকের সামনে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে।[২৭]

৩৮.গাজীপুর জেলার টঙ্গী উপজেলার উত্তর আউচপাড়া এলাকায় এপ্রিল ফ্যাশন লিঃ নামক একটি সোয়েটার কারখানায় পিস রেট বৃদ্ধির দাবিতে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি কারখানার মূল ফটকে শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচী পালনকালে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এতে পুলিশসহ ২০ জন শ্রমিক আহত হন। আট জন

[২৬] আশুলিয়ায় শ্রমিক অসন্তোস: বরখাস্ত শ্রমিকদের পুনর্বহাল ও মামলা নিষ্পত্তির আশ্বারাস/প্রথম আলো ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-02-24/14

[২৭] ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ/ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/country-village/2017/02/14/207805

শ্রমিককে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় শিল্প পুলিশ ও কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে টঙ্গী থানায় পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করেন।[২৮]

৩৯. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া গ্রেপ্তার ও হয়রানি করা, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে।

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভে পুলিশের হামলা

৪০. গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলার সাভারের আশুলিয়ায় টেকনো-ভেনচার নামক একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটার তৈরির কারখানার শ্রমিকরা তাঁদের বেতন পরিশোধের জন্য অভিযোগ দিতে মিছিল নিয়ে আশুলিয়া থানায় গেলে পুলিশ তাঁদের ওপর হামলা করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশের হামলায় অন্তত ৫ জন শ্রমিক আহত হন। শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, গত ৪ মাস ধরে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের বেতন-ভাতা বকেয়া রেখেছেন। এছাড়া মাঝেমধ্যে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের ওপর ভাড়াটে দুর্বৃত্তদের দিয়ে হামলা করেছে বলেও তাঁরা অভিযোগ করেন।[২৯]

বাংলাদেশ-ভারত ও বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

৪১. বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি অব্যাহত আছে। ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে মাশুল ধার্য করা হয়েছে) ৬ জুন ২০১৫ সালে সম্পাদিত সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করছে।[৩০] ভারত বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এবং বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করছে।[৩১] এছাড়া রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[৩২] পাশাপাশি সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[৩৩] অন্যদিকে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বিএসএফ সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র পাশাপাশি এখন বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের তিনদিক জুড়ে রয়েছে ভারতীয় সীমান্ত এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশে রয়েছে মিয়ানমার সীমান্ত।

---

[২৮] ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ/ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/country-village/2017/02/14/207805

[২৯] বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ/ মানবজমিন ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=53944&cat=9/

[৩০] Transit gets operational /দি ডেইলি স্টার/১৪ জুন ২০১৬/ http://www.thedailystar.net/backpage/transit-gets-operational-1239373

[৩১] উজান-ভাটি দুদিকেই ক্ষতি করছে ফারাক্কা বাঁধ/বিবিসি, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://www.bbc.com/bengali/news-37244367

[৩২] Unesco calls for shelving Rampal project /প্রথম আলো, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://en.prothom-alo.com/environment/news/122299/Unesco-calls-for-shelving-Rampal-project

[৩৩] বিএসএফের প্রস্তাবে বিজিবির সম্মতি: সীমান্তে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেবে ভারত/ প্রথম আলো, ৫ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/international/article/994375/

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪২. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ২ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করেছে। এছাড়া ৯ জন বিএসএফ'র হাতে আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ২ জন গুলিতে, ৪ জন নির্যাতনে এবং ৩ জন বিএসএফ'র পাথর নিক্ষেপের কারণে আহত হয়েছেন। এইসময়ে বিএসএফ সদস্যরা ১ বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে যায়।

৪৩. গত ১০ ফেব্রুয়ারি কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার দাঁতভাঙ্গা সীমান্তে ২২-৩০ জন গরু ব্যবসায়ীর একটি দল গরু পারাপারের সময় ভারতের গুটালিগাঁও ক্যাম্পের ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে গরু ব্যবসায়ী টুলু মিয়া (৬০) নিহত এবং সিফাত আলী (৩৫) আহত হন।[৩৪]

৪৪. গত ১৩ ফেব্রুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় ওয়াহেদপুর সীমান্তে কয়েকজন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী গরু নিয়ে ফেরার সময় ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার চাঁদনীচক সীমান্ত ফাঁড়ির ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে গরু ব্যবসায়ী মাসুদ রানা (২২) নিহত এবং মোহাম্মদ কালাম (৩৫) আহত হন। মাসুদ রানার লাশ নদীতে ডুবে যাওয়ায় তা উদ্ধার করা যায়নি।[৩৫]

৪৫. দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ভারত দীর্ঘদিন ধরে ওই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে। এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা নির্যাতন ও লুটপাট চালাচ্ছে। অথচ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবুল হোসেন গত ১ ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্ত পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বলেন, "ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ নিজেদের আত্মরক্ষার্থে সীমান্তে গুলি চালায়"।[৩৬] সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবির মহাপরিচালকের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করছে *অধিকার*। *অধিকার* মনে করে এ ধরনের বক্তব্য সীমান্তে বাংলাদেশী নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর বিএসএফের আক্রমনের ঘটনা বাড়াবে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশী নাগরিকদের উপর যে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে তা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশের মানবাধিকার লংঘন

৪৬. গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ কক্সবাজারের টেকনাফে নাফ নদীর নাজিরপাড়া পয়েন্ট-সংলগ্ন এলাকায় চার বাংলাদেশী নাগরিক মাছ ধরার সময় মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি)র কয়েকজন সদস্য স্পিডবোট নিয়ে বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে পড়ে তাঁদের ওপর অতর্কিত গুলি ছোঁড়ে। এই সময় নুর হাকিম (৫০) ও মর্তুজা (২৬) নামে দুই ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় টেকনাফ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা নুর হাকিমকে মৃত ঘোষনা করেন।[৩৭] উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের শেষের দিকে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী

[৩৪] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুড়িগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৫] বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত! / প্রথম আলো ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1081607/

[৩৬] আত্মরক্ষার্থেই গুলি চালায় বিএসএফ: বিজিবি মহাপরিচালক/ যুগান্তর ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ / www.jugantor.com/online/country-news/2017/02/01/38356/

[৩৭] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কক্সবাজারের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

তৎকালীন নাসাকা বাহিনী বাংলাদেশের ঘুনধুমের রেজু ফাত্রাঝিরির বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে এক বিডিআর সদস্যকে হত্যা করে অস্ত্র-গোলাবারুদ লুট করে নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই সময় সীমান্তে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে এবং এরই সূত্র ধরে প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা নাগরিক মিয়ানমারে ব্যাপকভাবে নিপীড়নের শিকার হয় এবং বাংলাদেশে শরনার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে মিয়ানমারে বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তের কাছে একটি পুলিশ চৌকিতে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাখাইন রাজ্যে অভিযান শুরু করে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর গণহত্যা ও গণধর্ষণ চালায়। সেনাদের অভিযানের কারণে রাখাইন রাজ্যের উত্তরাঞ্চল থেকে প্রায় ৬৬ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান পালিয়ে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। *অধিকার* রোহিঙ্গাদের ওপর পরিচালিত জাতিগত নিধনের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি একটি লিখিত বিবৃতি জমা দিয়েছে।[৩৮]

রোহিঙ্গাদের ওপর হত্যাযজ্ঞ ও গণধর্ষণের অভিযোগ জাতিসংঘের

৪৭.মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর হত্যাযজ্ঞ ও গণধর্ষণ চালিয়েছে। গত ৮-২৩ জানুয়ারি ২০১৭ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালযের ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল ২০১৬ সালের ৯ অক্টোবর এর ঘটনার পরে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য বাংলাদেশে আসে। এই সাক্ষাৎকার গুলোর উপর ভিত্তি করে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা থেকে প্রকাশিত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কার্যালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,"এই নির্মূল অভিযানে" সম্ভবত শত শত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের কক্সবাজারের কুতুপালং, নয়াপাড়া, লেদা আশ্রয়শিবিরসহ জেলাটির আট জায়গায় ২২০ জনের বেশি মানুষের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের (ওএইচসিএইচআর) দলটি। এর মধ্যে রাখাইনের 'অবরুদ্ধ এলাকা' মংডু থেকে পালিয়ে আসা ২০২ জন ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। রাখাইনের অন্য এলাকা থেকে আসা দুজন রোহিঙ্গারও সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এই ২০৪ জনের মধ্যে ৭৭ জন পুরুষ, ১০১ জন নারী এবং ২৬ জন শিশু। গত ১২ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁদের সাক্ষাৎকার নেয় ওএইচসিএইচআর দল। এ ছাড়া জাতিসংঘের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মানবিক সহায়তাবিষয়ক স্যাটেলাইট প্রকল্প (ইউএনওএসএটি), অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তোলা কৃত্রিম উপগ্রহের ছবিগুলোও পর্যালোচনা করা হয় এই প্রতিবেদনের জন্য। রাখাইনে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান বিষয়ে গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনও পর্যালোচনা করা হয়েছে। ৪৭ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে সাক্ষাৎকার দেয়া প্রত্যেক রোহিঙ্গাই অভিযোগ করেছেন, নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে তাঁদের পরিবারের কেউ না কেউ নিহত হয়েছেন। সাক্ষাৎকার দেয়া নারীদের ২৪ শতাংশই ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন। মিয়ানমারে বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তের কাছে একটি পুলিশ চৌকিতে গত বছরের অক্টোবর মাসে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাখাইন রাজ্যে অভিযান শুরু করে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। সংঘাতপূর্ণ এলাকায় পরিদর্শক ও সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে দেয়নি মিয়ানমার। ওএইচসিএইচআর প্রতিবেদনে বলছে, মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী রোহিঙ্গা মুসলিমদের হত্যা করেছে ও গণধর্ষণ চালিয়েছে। এতে বলা হয়, 'মিয়ানমার বাহিনী যে

[৩৮] http://odhikar.org/written-statement-on-myanmar-for-the-34th-session-of-the-un-hrc-stop-ethnic-cleansing-of-the-rohingyas-in-myanmar/

নবজাতক, শিশু-কিশোর, নারী এবং প্রাপ্তবয়স্কদের হত্যা করেছে; পলায়নরত মানুষের ওপর গুলি চালিয়েছে; গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে; গণহারে আটক করেছে; ব্যাপক ও পরিকল্পিত ধর্ষণ এবং যৌন সহিংসতার ঘটনা ঘটিয়েছে; উদ্দেশ্যমূলকভাবে খাদ্য এবং খাদ্যের উৎস ধ্বংস করেছে, তা নিশ্চিত করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।' জাতিসংঘের তদন্তকারীদের কাছে নিজের আট মাস বয়সী শিশু ছেলেকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার বর্ণনা দিয়েছেন এক রোহিঙ্গা নারী। আরেক নারী সেনাদের দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। জানিয়েছেন, বাধা দিতে গিয়ে তাঁর সামনেই প্রাণ দিয়েছে তাঁর পাঁচ বছর বয়সী মেয়ে। জাতিসংঘের হাইকমিশনার জেইদ রা'আদ আল হুসেইন বলেছেন,'এই রোহিঙ্গা শিশুরা যে নিদারুণ হিংস্রতার শিকার হয়েছে, তা অসহনীয়।'[৩৯] প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাদের অভিযানের কারণে রাখাইন রাজ্যের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরাঞ্চল থেকে প্রায় ৬৬ হাজার মানুষ পালিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তবে সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা বিষয়ক কার্যালয় পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের সংখ্যা ৬৯ হাজার বলে উল্লেখ করেছে। হাইকমিশনার এ নির্যাতনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে শক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিজের জনগণের ওপর নির্যাতন চালিয়ে মিয়ানমার মানবাধিকারের যে গুরুতর লঙ্ঘন করেছে; তার দায়দায়িত্ব অবশ্যই দেশটিকে নিতে হবে। মিয়ানমারের সরকার রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। দেশটির কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, রাখাইনে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। রোহিঙ্গারা এই অভিযানকে বিতর্কিত করতে হত্যা, গণধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের গল্প যোগ করছে।[৪০]

জাতীয় সংসদে বিতর্কিত 'বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল-২০১৭' পাস

৪৮.গত ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের বিয়ের বিশেষ বিধান রেখে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল-২০১৭' পাস হয়েছে। নতুন আইনে বলা হয়েছে, আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্তবয়স্কদের সর্বোত্তম স্বার্থে মা-বাবার সম্মতি অনুয়ায়ী অথবা তাঁদের অনুপস্থিতিতে আদালতের মাধ্যমে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিবাহ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে, তা এই আইনের অধীনে অপরাধ বলে গন্য হবে না। এবাবেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে ও ছেলে শিশুদের বিয়ের বৈধতা দিল এই আইনের বিশেষ ধারা। বাংলাদেশের মত ভয়াবহ বাল্যবিবাহ প্রবণ দেশে যেখানে ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ এবং ছেলেদের বয়স ২১ থাকা সত্ত্বেও বাল্য বিবাহ রোধ করা যায় নি; সেখানে এই আইনটির এই বিশেষ ধারার সুযোগে বাল্য বিবাহের পরিমান বেড়ে যাবে। যা শিশুদের সুস্থ বিকাশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রবানতা বাড়িয়ে দেবে।[৪১]

৪৯. *অধিকার* ১৮ বছর বয়সের নীচে শিশুদের বিয়ের বিশেষ বিধান বাতিল করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

---

[৩৯] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21142&LangID=E

[৪০] জাতিসংঘ মানবাধিকার কার্যালয়ের প্রতিবেদন: রাখাইনে রোহিঙ্গারা হত্যাযজ্ঞ ও গণধর্ষণের শিকার/ প্রথম আলো ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1073939/

[৪১] বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল পাস:বিশেষ ক্ষেত্রে পুরুষদের বিয়েও ১৮ বছরের আগে/ যুগান্তর ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/02/28/104781/

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫০.নারীদের উপর সহিংসতা অব্যাহত আছে। যৌতুক দেয়া নেয়া বন্ধের জন্য ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন থাকলেও এর প্রয়োগ না থাকায় যৌতুক দেয়া নেয়ার অপসংস্কৃতি ভয়াবহভাবে বিরাজমান এবং এর সহিংসতা ব্যাপক। এছাড়া ধর্ষণ, পারিবারিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ চলছেই। সব ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ না হওয়া, দায়মুক্তির সংস্কৃতি অব্যাহত থাকা এবং সমন্বিতভাবে জনগণকে সচেতনতার আওতায় আনতে না পারায় নারীরা এর শিকার হচ্ছেন।

যৌতুক সহিংসতা

৫১. ফেব্রুয়ারি মাসে ১৪ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৭ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ৬ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন।

৫২.গত ৫ ফেব্রুয়ারি লক্ষীপুর জেলার রামগতী উপজেলায় ফাতেমাতুজ জোহরা মেঘলা নামে এক গৃহবধুকে যৌতুকের দাবি মিটাতে না পারার কারণে তাঁর স্বামী এমরান সহ তাঁর শ্বশুড় বাড়ির লোকজন পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মেঘলার বাড়ি ভোলা জেলায়। মেঘলা ও এমরানের বিয়ের পর ৬ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করে মেঘলার স্বামী এমরান। দাবী করা ৬ লাখের মধ্যে মেঘনার পরিবার ৪লাখ টাকা পরিশোধ করেন। বাকী ২ লাখ টাকার জন্য মেঘলাকে প্রায়ই মারধর করতো এমরানের পরিবার। এই ঘটনায় মেঘলার শ্বশুড় শাজাহান মাস্টারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।[৪২]

যৌন হয়রানি (বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরন)

৫৩.ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ২০ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২ জন আত্মহত্যা, ১ জন নিহত, ৩ জন আহত, ৩ জন লাঞ্ছিত ও ১১ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে কর্তৃক ৫ জন পুরুষ ও ২ জন নারী আহত হয়েছেন।

৫৪.গত ৪ ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলার শহীদ স্মৃতি ডিগ্রী কলেজের এক ছাত্রীকে প্রিয়তম ঘোষ প্রীতম নামে এক যুবক প্রেমের প্রস্তাব দেয়। ঐ ছাত্রী তা প্রত্যাখান করায় প্রিয়তম ঘোষ প্রীতম তাঁকে কলেজের কমন রুমের ভেতরে ঢুকে শারিরীকভাবে লাঞ্ছিত করে।[৪৩]

ধর্ষণ

৫৫.ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ৪৪ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ৭ জন নারী ও ৩৭ জন মেয়ে শিশু। ঐ ৭ জন নারীর মধ্যে ৪ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩৭ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ১০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই সময়কালে ১০ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

[৪২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪৩] কমনরুমে ঢুকে কলেজছাত্রীকে মারধর! / প্রথম আলো ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1074591/

৫৬.গত ৭ ফেব্রুয়ারি রাজধানী ঢাকার শ্যামপুর থানার মীর হাজরীবাগের পাইকগাছা এলাকায় সেলিম নামে এক ব্যক্তি ১৩ বছরের এক প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে । এই ঘটনায় পুলিশ সেলিমকে গ্রেফতার করে। শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে ভর্তি করা হয় ।[৪৪]

এসিড সহিংসতা

৫৭.ফেব্রুয়ারি মাসে ৭ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এরমধ্যে ৪ জন নারী ও ৩ জন পুরুষ।

৫৮.গত ১৭ ফেব্রুয়ারি খুলনা মহানগরীর রায়ের মহল এলাকায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে আব্দুল্লাহ নামে এক ব্যক্তি তার ঘরের জানালা দিয়ে পারভীন ইসলাম (৪৫) ও সালেহা সুলতানা (২৮) নামে দুইজন নারীর ওপর এসিড ছুঁড়ে মারেন। এসিড দগ্ধ অবস্থায় ঐ দুই নারীকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ শাকিল মোল্লা (২৮) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।[৪৫]

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

৫৯.বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ওপর *অধিকার* প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন আটক রাখা হয়। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত আছে।

৬০.এরই মধ্যে মানবাধিকার কর্মী যাঁরা দেশের বর্তমান নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা হয়রানীর সম্মুখিন হচ্ছেন। তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীন দলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হয়েছেন। *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য তিন বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও

[৪৪] রাজীবপুরে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ করল শিক্ষক : চিকিৎসায় বাধা:রাজধানীতে প্রতিবন্ধী শিশু ধর্ষিত/ যুগান্তর ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/02/09/99555/

[৪৫] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

সুপারিশসমূহ

১. বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকারসহ মানবাধিকার রক্ষার জন্য অবিলম্বে আলোচনার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিতে হবে।

২. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে । ব্লাস্ট ভার্সেস বাংলাদেশের মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৩. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৪. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতালম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

৫. মতপ্রকাশ ও গণ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। নির্বিচারে সরকার দলীয় ব্যক্তিদের টিভি চ্যানেলের মালিকানার মাধ্যমে তথ্য বিকৃতি ও প্রকৃত তথ্য গোপনের সংস্কৃতি থেকে সরকারকে সরে আসতে হবে।

৬. তৈরি পোশাক শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে।

৭. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর ১৮ বছরের নীচে শিশুর বিয়ের বিশেষ বিধান বাতিল করতে হবে।

৯. নারীর ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১০. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য সকল তহবিল ছাড় দিতে হবে।